বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
(মনিটরিং বিভাগ)
www.badc.gov.bd

বিষয়ঃ চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচি সমূহের কর্ম/ক্রয় পরিকল্পনার উপর গত ১৯-০১-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সভার (জুলাই/১১ - ডিসেম্বর/১১ সময়ের) কার্যবিবরণী।

চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর ১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের উপর গত ১৯-০১-২০১২ তারিখে পর্যালোচনা সভা বিকাল ০২.৩০ টায় বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ড. এস এম নাজমুল ইসলাম।

২। উপস্থাপনা ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত প্রধান (মনিটরিং) এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে গত ২৪-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীটির উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। **আলোচ্য বিষয়-২** ঃ সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংস্থার সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মে/১২ সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিএডিসি ২৩টি প্রকল্প এবং ০৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ৩০টি কর্মসূচি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। আরো ৪২টি কর্মসূচি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ২৩টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৩১০৯৫.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত ১৬৩৩৩.২৫ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৫৩% এবং উক্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ১০৭০১.৬৬ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩৪% এবং মোট অবমুক্তির ৬৬%। সভায় আরো জানানো হয়, বিগত ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৮টি প্রকল্পে উক্ত সময় পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৩৭%।

৪। আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ সভায় প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়ঃ

(ক) ডাল ও তৈলবীজ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৫২৬.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৮০.০৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ২৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে চলতি বছরে প্রকল্পে গ্রেডার কাম ক্লিনার ৩টি ক্রয়, জেনারেটর ০৫টি ক্রয়, ৬০০ বর্গ মিটার বীজ গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল আইটেমের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। আগামী মার্চ ১২ মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল বীজ ক্রয় করা হবে। তিনি আগামী জানুয়ারি ১২ মাসে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এ উন্নীত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের বীজ ক্রয়ের সকল কার্য সম্পন্ন করে কৃষকের বীজের মূল্য দ্রুত পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালকে নির্দেশ প্রদান করেন।

(খ) ধান, গম, ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩৯৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৯৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৭৯.৮৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৭%। চলতি বছরে প্রকল্পে জার্মিনেটর ৭টি ক্রয়, ড্রায়ার ৫টি ক্রয়, ২৯০০ বর্গ মিটার বীজ গুদাম নির্মাণ, ১৪৩৮ বর্গ মিটার ল্যাবরেটরি নির্মাণ এবং ১০৪৬৭ মেট্রিক টন বীজ ক্রয়সহ অন্যান্য কার্যক্রম রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুনগতমান এবং নির্মাণ কাজের সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) কে এবং পিপিআর অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(গ) সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৬.৮০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ বছরে ট্রাক্টর ৩টি, ১৫,০০০ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন, ২৫০ বর্গ মিটার অফিস ভবন নির্মাণ ও ১২০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানকে কুমিল্লাস্থ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজে স্থানীয় প্রকৌশলীকে সম্পৃক্ত করে তা তদারকিপূর্বক দ্রুত সম্পন্নের নির্দেশ দেন।

(ঘ) কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০৭৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৬৮৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪০৭.৫৫ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। চলতি অর্থ বছরে কৃষি/সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়-৩৫টি, বস্তা ক্রয় ৫৪২৮৮৪টি, ৭টি হিমাগার মেশিনারি ক্রয়, ৩০০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে প্রকল্প

পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। মুন্সিগঞ্জ জেলায় হিমাগার নির্মাণ কাজ আগামী মার্চ ১২ মাসের মধ্যে উন্নীত করার এবং কৃষকদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত আলু বীজের মূল্য টাকা পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। আগামী মে ১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

(ঙ) কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৮.৮৬ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৫০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬১%। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল আইটেমের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে সভাপতি মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামী মে ১২ মাসের মধ্যে অগ্রগতি শতভাগে উন্নতি করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

(চ) বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৭০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে তিনটি গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের বাকি দুই কিস্তির টাকা দ্রুত ছাড়ের বিষয়ে এবং নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল সাইট পরিদর্শন করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(ছ) মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার (জিওবি ১০০০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ২০০০.০০) বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত জিওবি'র অর্থ অবমুক্তি হয়েছে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জিওবি টাকার মাধ্যমে বীজ ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে সংস্থায় দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

(জ) কুড়িগ্রামে সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি হয়েছে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৭৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান চলতি অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলায় ৩.০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জমির অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে চাহিবা মাত্র পরিশোধ করতে হবে। সভাপতি মহোদয় কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সুলতান আহমেদকে প্রকল্পের হিমাগার ও ডিহিউমিডিফায়ার স্টোরসহ নির্মাণ বিষয়ক সকল কাজের ড্রইং ও ডিজাইন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ১২ মধ্যে সম্পন্ন করার এবং মহাব্যবস্থাপক (বীজ)কে প্রকল্পের অগ্রগতি কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

(ঝ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৫২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪২.৩১ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৬%। সভাপতি মহোদয় বিএডিসি'র মাধ্যমে নির্মাণাধীন রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে বোরো মৌসুমের আগেই সম্পন্ন করে উদ্বোধনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন। প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন।

(ঞ) মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প:

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯৩.৩২ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৩%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুততম করার লক্ষ্যে প্রকল্পের বাকি অংগ সংস্থার সাথে প্রকল্পের কাজের সমন্বয় করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন এবং সংস্থার বীজ উইংয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সদস্য পরিচালক(বীজ ও উদ্যান) মহোদয়কে একজন সমন্বয়ক দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

(ট) আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৫৮০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৯০.৪৫ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৩৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্প পরিচালক চলতি জানুয়ারি ১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন।

(ঠ) ভূ-পরিস্থ পানির উদ্ভাবনমুখী ব্যবহার প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪২৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৩১৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০৫.৭৫ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৫%। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের সকল কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক চলতি জানুয়ারি ১২ মাসে প্রকল্পের বাকি দুই কিস্তির অর্থ গেছে বলে উল্লেখ করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি মহোদয় পিপিআর অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

(ড) বৃহত্তর বগুড়া রংপুর দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৬২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ১৩৯.৭০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫০%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন প্রকল্পে ২২.৭৫ কি:মি: খাল-নালা পুন:খনন, ৩০টি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৮টি ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের কার্যক্রম ও আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রকল্পের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত ছাড় এবং আগামী জানুয়ারি ১২ এর মধ্যে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এ উন্নীত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

(ঢ) বৃহত্তর ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৫৯৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ২৯৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪৮.৭০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৪%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন প্রকল্পে ১২.৫০ কি:মি: খাল-নালা পুন:খনন, ৩৫টি ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৮টি ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ ও ১০টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী জানুয়ারি ১২ এর মধ্যে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের বাকি কিস্তির টাকা দ্রুত ছাড়ের বিষয়ে এবং নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন।

(ন) বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৫০৬.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৬২.৯৮ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৮%। প্রকল্প পরিচালক চলতি জানুয়ারি ১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে সংস্থায় দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন।

(ত) ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৪৯০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১১১৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৯৭.৬৬ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৩%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

(থ) সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো নলকূপ সচলকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৭৪১.৬৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১১২৭.৪৩ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬২%। সভাপতি মহোদয় পিপিআর ধারা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

(দ) ফোর্স মোড নলকূপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমের দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৪০.৭৩ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৭%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন আগামী জানুয়ারি ১২ এর মধ্যে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন।

(ধ) বৃহত্তর ঢাকা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৭০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৯%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য আগামী এডিপি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেন।

(ণ) পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৫৮.৮৩ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৮%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের চাহিদার আলোকে ডিপিপিতে উল্লেখিত স্থানের বাহিরে কিছু খাল খনন করতে হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এরুপ কোন খালখনন/পুন:খনন করা হয়ে থাকলে তা অবশ্যই উপজেলা সেচ কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির চুড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে মর্মে নির্দেশনা দেন।

(প) বৃহত্তর ফরিদপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ১১৩৩.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮৭৫.০০ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫১%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন আগামী জানুয়ারি ১২ এর মধ্যে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% উন্নীত হবে বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দেন।

(ফ) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ডিসেম্বর ১১ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৮৬.৯৬ লক্ষ টাকা যা মোট অর্থ বরাদ্দের ৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫২%। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের নির্দেশনা দেন।

৫। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/কর্তৃপক্ষ
১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত 'কুড়িগ্রামে সমন্বিত বীজ হিমাগার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের জমির অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে চাহিবা মাত্র পরিশোধ করতে হবে। প্রকল্পের হিমাগার ও ডিহিউমিডিফায়ার স্টোরসহ নির্মাণ বিষয়ক সকল কাজের ড্রইং ও ডিজাইন আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ১২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মহাব্যবস্থাপক (বীজ) প্রকল্পের অগ্রগতি কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবেন এবং প্রতি সাত দিন অন্তর প্রকল্পের অগ্রগতি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন।	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)/ মহাব্যবস্থাপক (বীজ)/ জনাব সুলতান আহমেদ (নির্বাহী প্রকৌশলী), আলু বীজ
২	চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরে সকল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ আগামী মার্চ ১২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নির্মাণ কাজে ড্রইং ও ডিজাইন সঠিকভাবে অনুসরণপূর্বক কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকার তত্ত্বাবধানকারী প্রকৌশলী নিয়মিত সাইট ভিজিট করবেন এবং তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী অগ্রগতি কার্যক্রম মনিটরিং করবেন। তৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর নিকট প্রেরণ করবেন এবং উহার অনুলিপি চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবরে প্রেরণ করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৩	যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া কোন ক্রমেই ক্রয় ও নির্মাণ কাজের কার্যাদেশের সময় বৃদ্ধি করা যাবেনা। কোন কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে প্রকল্প পরিচালক পিপিআর অনুযায়ী সময় বৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এর পরেও অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব উইং প্রধানের মাধ্যমে পিপিআর এ বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে সংস্থা প্রধানের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সদস্য পরিচালক/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৪	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণের চাহিদানুযায়ী ডিপিপিতে উল্লেখিত স্থানের বাহিরে কোন প্রকল্পের খালখনন/পুন:খনন করার প্রয়োজন হলে তা উপজেলা সেচ কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৫	যে সকল কর্মসূচি এখনো অনুমোদিত হয়নি সেসকল কর্মসূচির অগ্রীম কোন কার্যাদেশ দেয়া যাবে না। এরূপ কোন কর্মসূচির কার্যাদেশ দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে তা বাতিল করবেন।	সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি পরিচালক/ মহাব্যবস্থাপক (বীজ)/ প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
৬	যে সকল কর্মসূচির খালখনন/পুন:খনন কাজের জন্য সদর দপ্তর হতে প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি তা আগামী ১০ জানুয়ারি ১২ মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এডিপি সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭	চলতি বছরে যশোর এবং কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে দুটি Workshop স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (সওকা)
৮	বিএডিসির চাহিদানুয়ায়ী বিগত অর্থ বছর ও চলতি অর্থ বছরে সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ তালিকা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বোর্ড সভায় উপস্থাপনে কিরূপ অমিল ছিল তা নিরুপন করতে হবে এবং হালনাগাদ তালিকা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে প্রেরণপূর্বক আসন্ন বোরো মৌসুমের পূর্বেই সকল সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)/ প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
৯	এডিপি সভার উপস্থানের জন্য মনিটরিং বিভাগের প্রেরিত ছক অনুযায়ী প্রকল্প/কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রেরণ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।	সকল বিভাগীয় প্রধান/ প্রকল্প/কমর্সূচি পরিচালক

৭। আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)
সভাপতি
চেয়ারম্যান, বিএডিসি।